সমকাল

1 8 NOV 2025

বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চল

সাত কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে দুটি বিদেশি কোম্পানি

■ সমকাল প্রতিবেদক

বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে নতুন শিল্প ইউনিট স্থাপনের লক্ষ্যে দুটি সম্পূর্ণ বিদেশি মালিকানাধীন কোম্পানির সঙ্গে জমি ইজারা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা)। কোম্পানিগুলো হালকা প্রকৌশল এবং গার্মেন্টস অ্যাক্সেসরিজ উৎপাদনে ৭ কোটি মার্কিন ডলারের বেশি বিনিয়োগ করবে। এর ফলে ১ হাজার ১০৫ জন বাংলাদেশি নাগরিকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

বেপজার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, গতকাল সোমবার ঢাকায় বেপজা কমপ্লেক্সে বেপজা এবং ডিজে কপার কোম্পানি ও জিআরএক্স টেকনোলজি (বিডি) কোম্পানির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বেপজার সদস্য (বিনিয়োগ উন্নয়ন) মো. আশরাফুল কবীর এবং জিআরএক্স টেকনোলজি (বিডি) কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ঝ্যাং না এবং ডিজে কপার কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ঝ্যাং জুনফেং চুক্তি স্বাক্ষর করেন। বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে নির্বাহী চেয়ারম্যান বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে বিশেষত বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলকে বিনিয়োগ গন্তব্য হিসেবে বেছে নেওয়ায় ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, নিরাপদ, ব্যবসাবান্ধব ও কার্যকর বিনিয়োগ পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে বেপজা বিশ্বব্যাপী সুনাম অর্জন করেছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক এবং বেপজার ধারাবাহিক সেবার মানের কারণে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বিশেষ করে চীনা বিনিয়োগকারীরা বেপজার প্রতি উচ্চ আস্থা রাখছেন। তিনি প্রতিষ্ঠান দুটিকে বর্তমান শুষ্ক মৌসুমকে কাজে লাগিয়ে দ্রুত নির্মাণকাজ শুরু করার আহ্বান জানান এবং বেপজার পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা ও নিরবচ্ছিন্ন সেবা প্রদানের আশ্বাস দেন।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
ঢাকা।

প্রথম আলো
18 NOV 2025

পাটপণ্যের ব্যবহার বাড়াতে পণ্যবৈচিত্র্য আনার পরামর্শ

পাটপণ্যের প্রদর্শনী শুরু

বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, ১৯ পণ্যের মোড়ক পাটের হওয়া বাধ্যতামূলক। তবে আইন ও বিধিমালা থাকলেও এর কার্যক্রম কম।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

সুইজারল্যান্ডসহ উন্নত দেশের শপিং মলগুলোয় বাংলাদেশি পাটপণ্যের ব্যবহার হচ্ছে। অথচ দেশে এখনো পাটপণ্যের প্রচলন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছায়নি। তাই পলিথিন বর্জন করে পাটের ব্যাগের ব্যবহার বৃদ্ধিতে ভোক্তাদেরও দায়িত্ব নিতে হবে।

গতকাল সোমবার রাজধানীর আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকায় তিন দিনব্যাপী 'দ্য সোল অব জুট: ক্র্যাফট, কালচার, ট্যুরিজম অ্যান্ড ইনোভেশন' শীর্ষক পাটপণ্য প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা উঠে এসেছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান আর বিশেষ অতিথি ছিলেন বস্ত্র ও পাট উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন।

এ ছাড়া বস্ত্র ও পাটসচিব বিলকিস জাহান রিমি, জুট ডাইভার্সিফিকেশন প্রমোশন সেন্টারের (জেডিপিসি) ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. জাহিদ হোসেন, আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকার পরিচালক ফ্রাঁসোয়া শমব্রো এবং বাংলাদেশ বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদক ও রপ্তানিকারক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ রাশেদুল করিম অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন।

আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকা, ২৬ মিরপুর রোড, ধানমন্ডিতে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী এ প্রদর্শনী চলবে কাল বুধবার পর্যন্ত। প্রতিদিন বিকেল ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সবার জন্য তা উন্মুক্ত থাকবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর অতিথিরা পাটপণ্য প্রদর্শনীর বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন।

বস্ত্র ও পাট উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, সরকার জেডিপিসির সক্ষমতা বাড়াতে কাজ করছে। পাটপণ্য পরিবেশবান্ধব ও নান্দনিক। তাই পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে উদ্যোক্তাদের পাটপণ্য প্রসারে আরও উদ্যমী হতে হবে।

পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ এবং পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা ২০১৩ কাগজে আছে, কিন্তু প্রয়োগ নেই।

অনুষ্ঠানের পর বস্ত্র ও পাট উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনের কাছে *প্রথম আলোর* পক্ষ থেকে ১৯ পণ্যে পাটের মোড়কের ব্যবহারের চিত্র জানতে চাওয়া হয়। জবাবে তিনি বলেন, 'আইন ও বিধিমালা থাকলেও এর কার্যক্রম কম। পর্যায়ক্রমে আইন ও বিধিমালা প্রয়োগের ব্যাপারে উদ্যোগ রয়েছে সরকারের। আজই এ ব্যাপারে পরিবেশ উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনা করেছি।'

প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পরিবেশ রক্ষায় দেশের পাটকেন্দ্রিক শিল্প, সংস্কৃতি, পর্যটন ও উদ্ভাবনকে আরও বিস্তৃত করার আহ্বান জানান পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। তিনি বলেন, পরিবেশবান্ধব ও দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারযোগ্য নতুন নতুন পাটপণ্য উদ্ভাবনের পাশাপাশি আধুনিক গৃহ ও কর্মস্থলে পাটের নান্দনিক প্রয়োগ বাড়াতে হবে। পাটের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধি পেলে কর্মসংস্থান, অর্থনীতি ও স্থানীয় শিল্পের বিকাশে বড় অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

সরকার কৃষকদের পাট চাষে উদ্বুদ্ধ করা এবং পাটপণ্যের বাজার সম্প্রসারণে কাজ করছে বলেও জানান সৈয়দ রিজওয়ানা হাসান। তিনি বলেন, পাটচাষিদের প্রণোদনা দিতে হবে এবং পলিথিন শপিং ব্যাগের বিকল্প হিসেবে পাটের ব্যাগের ব্যবহার বাড়াতে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় যৌথভাবে কাজ করছে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বণিক বার্তা
18 NOV 2025

মতবিনিময় সভায় পোশাক খাতের ব্যবসায়ীরা

এলডিসি উত্তরণের আগে চার সমস্যার সমাধান দাবি

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ গাজীপুর

স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণের আগে চার সমস্যার সমাধান চান পোশাক খাতের শীর্ষ ব্যবসায়ীরা। এগুলো হলো অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ব্যাংকের সুদহার এক অংকে নামিয়ে আনা, ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ের কাজ শেষ করা ও জ্বালানি সমস্যার সমাধান। রাজধানীর উত্তরা ক্লাবে গতকাল 'ব্যবসায় সংকট ও রফতানির নিম্নমুখী ধারা : উত্তরণে করণীয়' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় এসব সমস্যা সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সরকারে প্রতি আহ্বান জানান তারা।

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সাবেক সভাপতি কাজী মনিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের বর্তমান সভাপতি মাহমুদ হাসান খান ও সাবেক সভাপতি ফারুক হাসান। এছাড়া আরো বক্তব্য দেন বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল, বাংলাদেশ গার্মেন্টস বায়িং হাউজ অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিবিএ) সভাপতি মোহাম্মদ মোফাজ্জল হোসেন পাভেল, বিজিএমইএর সহসভাপতি মিজানুর রহমান, সাবেক সহসভাপতি শোভন আহমেদ ও সদস্য মো. কফিল উদ্দিন, চৈতি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল কালাম, বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি খোরশেদ আলম, বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) পরিচালক বেলায়েত হোসেন এবং উত্তরা ক্লাবের সভাপতি মো. ফয়সাল তাহের।

সভায় ব্যবসায়ীরা জানান, তিন মাস ধরে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে নিম্নমুখী ধারা চলছে, যা আরো কয়েক মাস অব্যাহত থাকবে। ফলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা আরো খারাপ হবে। এ বিষয়ে এখনই পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তারা।

অনুষ্ঠানে বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বলেন, 'সরকার এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে, অথচ আমরা এখনো প্রস্তুত নই। বাংলাদেশের গ্র্যাজুয়েশন পর্বে টেকসই প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সহযোগিতামূলক, পূর্বাভাসযোগ্য ও স্থিতিশীল নীতিগত পরিবেশ অপরিহার্য।'

তিনি সরকারের উদ্দেশে বলেন, 'ব্যাংকের সুদ এক অংকের ঘরে নামিয়ে আনুন অথবা লো কস্ট ফাইন্যান্স দিন। ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে ঠিক করে দিন, যেন ৪ ঘণ্টায় যাওয়া যায়। এতে দৈনিক দুবার শিপমেন্ট দেয়ার সুযোগ হবে। এছাড়া এনার্জি ইস্যুর সমাধান ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন করে দিন। এ চারটি সমস্যার সমাধান করে দিন, কালই এলডিসি গ্র্যাজুয়েট হয়ে যান। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, চাইলেই সহসা এসব সমস্যার সমাধান হবে না।'

বিজিএমইএর সভাপতি আরো বলেন, 'সরকারে যারা থাকেন বা থাকবেন, তাদের সঙ্গে যদি আমাদের ইন্টারেকশন না হয়, তারা যদি আমাদের সমস্যা না বোঝেন, তাহলে কখনই এসব সমস্যার সমাধান হবে না।'

> আগামী সংসদে নিম্ন ও উচ্চকক্ষ থাকবে। আমাদের দাবি, উচ্চকক্ষে যে ১০০ আসন থাকবে, সেখানে অন্তত ১০ জন শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীকে সুযোগ দেয়া হোক। আমরা যদি এ ধরনের প্রতিনিধি পাঠাতে পারি, তাহলে ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে
>
> **—মাহমুদ হাসান খান**
> সভাপতি, বিজিএমইএ

তিনি বলেন, 'বর্তমান সরকার হচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার, এ সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে খুব একটা লাভ হবে না। আমি মনে করি, একটি ভালো নির্বাচন করা এ সরকারের এখন প্রধান দায়িত্ব। এর সঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যেন ভালো থাকে, সরকারের সেদিকে নজর দেয়া দরকার।'

মাহমুদ হাসান খান আরো বলেন, 'আগামী সংসদে নিম্ন ও উচ্চকক্ষ থাকবে। আমাদের দাবি, উচ্চকক্ষে যে ১০০ আসন থাকবে, সেখানে অন্তত ১০ জন শিল্প উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীকে সুযোগ দেয়া হোক। আমরা যদি এ ধরনের প্রতিনিধি পাঠাতে পারি, তাহলে ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে।'

বিটিএমএ সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল বলেন, 'আমাদের পাশের দেশ ভারত তার শিল্প মালিকদের অনেক সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে, যা আমার শিল্পের জন্য ভয়াবহ অবস্থা তৈরি করবে। বর্তমান সরকার ব্যাংকগুলোকে টিকিয়ে রাখতে হাজার কোটি টাকা দিয়েছে। কিন্তু সেই টাকা কই গেল, ব্যাংক তো আমাদের টাকা দিচ্ছে না।'

বিজিবিএ সভাপতি মোহাম্মদ পাভেল বলেন, 'পোশাক খাতের সংকটের শেষ নেই, নিরাপত্তা, পলিসি সবকিছুতেই সংকট। এর সমাধানের জন্য সবাই মিলে রোডম্যাপ তৈরি করতে হবে, তবে শুধু আমলারা এটা করলে হবে না।'

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Financial Express
18 NOV 2025

Buyers cancel visits amid rising political uncertainty

Garment sector fears loss of next-season orders as security concerns disrupt engagement

FE REPORT

Global buyers of Bangladesh's readymade garments are cancelling scheduled visits and meetings in the country over security and political uncertainties, a development that industry leaders warn could affect work orders for the next two seasons.

At a discussion in Dhaka on Monday, leaders of the garment, textile and allied sectors called for urgent steps to stabilise the law-and-order situation and restore buyers' confidence.

They said sustained political stability and a predictable business environment are essential as the industry faces mounting pressures on multiple fronts.

The view-exchange meeting, titled "Business Crisis and Negative Trend of Exports: Way Outs", was held at Uttara Club and presided over by former BGMEA president Kazi Moniruzzaman.

Speakers highlighted ongoing challenges including LDC graduation, proposed amendments to labour law, particularly the provision allowing trade union registration by only 20 workers, widespread factory closures and rising unemployment.

BGMEA president Mahmud Hasan Khan said the country is not ready for LDC graduation by November next year.

He stressed the need for a stable and supportive policy regime, alongside improvements in law and order, to protect export competitiveness.

Former BGMEA president Faruque Hassan said buyers are increasingly concerned about political instability and are cancelling factory visits.

He warned that garment export growth has been negative for the past three months and may continue to decline in the coming months.

"The national election must take place on time, and buyers' confidence must be sustained."

Echoing these concerns, Bangladesh Garment Buying House Association President Mohammad Pabel said buyers no longer feel secure travelling or visiting factories, increasing the risk of orders shifting to competing countries.

Shovon Islam, managing director of Sparrow Group, said buyers have been expressing security concerns since November 12. The mid-November to December period is crucial for finalising summer-season orders and sourcing for the following spring.

Four of his major buyers from the US, UK, and EU have already cancelled factory visits and opted for meetings in hotels instead.

Industry leaders also criticised the recent decision allowing trade unions to be formed by 20 workers, warning it could lead to instability driven by outside influence.

They noted that around 258 garment factories have closed over the past year, resulting in job losses for more than 100,000 workers.

Speakers called for consistent policy support, improved efficiency at Chattogram port, and reductions in increased port charges. They also suggested ensuring business representation in the next national election.

Bangladesh Textile Mills Association President Showkat Aziz Russel and Bangladesh Garment Accessories and Packaging Manufacturers and Exporters Association President Mohammad Shahriar were among those who spoke at the event.

Munni_fe@yahoo.com

- **Sparrow Group example:** Four major buyers from US, UK, EU cancell factory visits
- **12 Nov onwards:** Spike in cancellations due to security concerns
- **Mid-Nov–Dec:** Peak season for visits & order finalization
- **Next 2 seasons (Summer & Spring):** Orders at risk

The Financial Express
1 8 NOV 2025

BEPZA EZ attracts $71m FDI in light engineering, garment accessories sectors

BEPZA signs land lease agreements with two foreign firms

The Bangladesh Export Processing Zones Authority (BEPZA) signed land lease agreements with two fully foreign-owned companies to establish new industrial units at the BEPZA Economic Zone, marking an inflow of USD 70.66 million in the light engineering and garment accessories sectors, report agencies.

The investment, from Hong Kong-China-based DJ Copper Company Limited and GRX Technology (BD) Company Limited, is expected to create employment opportunities for 1,105 Bangladeshi nationals while supporting diversified industrial growth and strengthening the country's export-oriented production base.

The agreements were signed between BEPZA and DJ Copper Company Ltd, and GRX Technology (BD) Company Ltd at the BEPZA Complex in Dhaka on Monday.

Md Ashraful Kabir, Member (Investment Promotion), signed on behalf of BEPZA, while Zhang Na, Managing Director of GRX Technology (BD) Company Ltd, and Zhang Junfeng, Managing Director of DJ Copper Company Ltd, signed for their respective companies at the BEPZA Complex in Dhaka on Monday.

Md Ashraful Kabir, Member (Investment Promotion), signed on behalf of BEPZA, while Zhang Na, Managing Director of GRX Technology (BD) Company Ltd, and Zhang Junfeng, Managing Director of DJ Copper Company Ltd, signed for their respective companies.

BEPZA Executive Chairman Major General Mohammad Moazzem Hossain witnessed the signing ceremony.

Under the agreements, DJ Copper Company Limited will invest USD 50.66 million to produce light engineering and copper-based products, including wires, sheets, hardware, cable wires, zipper teeth, brass wires, and electronic accessories, on 21,600 square metres of land, employing 535 workers.

GRX Technology (BD) Company Limited will invest USD 20 million to manufacture garment accessories such as zippers, sliders, buttons, logos, and belt buckles on 14,400 square metres, creating 570 jobs.

The Executive Chairman thanked the investors for choosing Bangladesh-particularly BEPZA Economic Zone- as their preferred investment destination. He said that BEPZA has earned a strong global reputation for providing a secure, business-friendly, and efficient investment environment.

He noted that foreign investors, especially from China, continue to place high confidence in BEPZA due to the longstanding bilateral relationship and the authority's consistent service standards.

The company will develop its own factory building on 21,600 sqm of allotted land and employ 535 Bangladeshi workers.

The signing ceremony was attended by Abdullah Al Mamun, Member (Engineering); ANM Foyzul Haque, Member (Finance); Samir Biswas, Executive Director (Admin); Mohammad Anamul Haque, Project Director (BEPZA EZ); ASM Anwar Parvez, Executive Director (Public Relations), along with senior officials of BEPZA, and representatives of the two companies.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Financial Express
1 8 NOV 2025

Bangladesh's exports to China remain stagnant amid duty-free access

SAJIBUR RAHMAN

Bangladesh's trade imbalance with China continues to escalate, driven by persistent higher imports of essentials for its industries from the country's top import destination.

On the other hand, Bangladesh's exports to China remained almost stagnant in recent years despite having duty-free market access there.

China now supplies about 22 per cent of Bangladesh's total imported goods, especially industrial raw materials, intermediate goods and machinery.

Such a large volume of imports reflects an increased dependence of Bangladesh's industries on Chinese raw materials and capital machinery, according to traders and experts.

The central bank's latest data from the fiscal year 2019-20 until September of the FY 2025-26 showed that Bangladesh's imported goods from China ranged between Bangladesh's imported goods from China, which stood at $11.49 billion in FY20, climbed sharply to a record $20.88 billion in FY22, amid strong industrial expansion and development of large-scale infrastructures.

However, the growth trend showed downward in recent years, with imports falling to $17.83 billion and $16.64 billion in FY23 and FY24 respectively as Bangladesh economy came under pressure from tightening foreign exchange reserves and moderated manufacturing activities.

The downtrend continued in FY25 with the value of import LCs totaled at $15.48 billion, while the country's imports from China during the first quarter of FY26 recorded at $4.04 billion, indicating a cautious import behaviour and slower industrial demand.

In contrast, Bangladesh's exports to China remained largely stagnant over the past six years, hovering between as high as $580 million and reached $4.06 billion, with the realised receipts amounting to $3.96 billion.

According to year-wise data, the country's exports to China were $595.39 million in FY20, $680.50million in FY21, $674.62 million in FY22, $ 580.40 million in FY23, $670.58 million in FY24, $670.13 million in FY25, and $190.89 million in the first quarter of FY26.

Although China has granted duty-free access to 98 per cent of Bangladeshi products, the latter's export growth remained almost static primarily due to the factors like ongoing competitive market, and absence of diversified products and readiness to meet the demands of the Chinese market. According to experts, the growing trade imbalance indicates deeper structural issues in Bangladesh's industrial dependency on China.

Dr Masrur Reaz, Chairman of Policy Exchange Bangladesh, said the persistent imbalance reflects the structural.

"More than 30 to 35 per cent of our industrial raw materials and machineries come from China. This import dependency is unavoidable for now, but it puts pressure on our current account and creates supply chain concentration risks" he said.

"Bangladesh needs to diversify its sourcing and invest in local backward-linkage industries to reduce this vulnerability," he added.

The economist also noted that the sharp rise in imports from China, which crossed $20.88 billion in FY 22, was driven by large-scale post-pandemic industrial expansion, much of which relied heavily on Chinese capital machinery and intermediate goods.

Exporters, however, said Bangladesh's reliance on China remains unavoidable, driven by both competitive prices and the steady availability of essential raw materials.

Mahmud Hasan Khan, President of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), said Bangladesh relies on China not just because of lower and competitive prices, but also due to the assured availability of raw materials.

"At this moment, importing from China is not merely a choice-it's a necessity to keep our operations running smoothly," he noted.

The BGMEA leader said Bangladesh has room to expand its non-traditional and basic apparel lines, such as T-shirts, especially as China is scaling back its cotton imports from the United States.

"Many of today's non-traditional RMG items will become mainstream within the next decade," Khan added.

He also stressed the need for broader export diversification to lessen the country's trade gap with China.

"We should focus on expanding our export basket.

SAJIBUR RAHMAN

Bangladesh's trade imbalance with China continues to escalate, driven by persistent higher imports of essentials for its industries from the country's top import destination.

On the other hand, Bangladesh's exports to China remained almost stagnant in recent years despite having duty-free market access there.

China now supplies about 22 per cent of Bangladesh's total imported goods, especially industrial raw materials, intermediate goods and machinery.

Such a large volume of imports reflects an increased dependence of Bangladesh's industries on Chinese raw materials and capital machinery, according to traders and experts.

The central bank's latest data from the fiscal year 2019-20 until September of the FY 2025-26 showed that Bangladesh's imported goods from China ranged between $11 and $20 billion annually against its exports amounting to $500 to $600 million.

Bangladesh's imported goods from China, which stood at $11.49 billion in FY20, climbed sharply to a record $20.88 billion in FY22, amid strong industrial expansion and development of large-scale infrastructures.

However, the growth trend showed downward in recent years, with imports falling to $17.83 billion and $16.64 billion in FY23 and FY24 respectively as Bangladesh economy came under pressure from tightening foreign exchange reserves and moderated manufacturing activities.

The downtrend continued in FY25 with the value of import LCs totaled at $15.48 billion, while the country's imports from China during the first quarter of FY26 recorded at $4.04 billion, indicating a cautious import behaviour and slower industrial demand.

In contrast, Bangladesh's exports to China remained largely stagnant over the past six years, hovering between as high as $580 million and about $680 million annually.

Over the seven-year period, Bangladesh's total exports reached $4.06 billion, with the realised receipts amounting to $3.96 billion.

According to year-wise data, the country's exports to China were $595.39 million in FY20, $680.50million in FY21, $674.62 million in FY22, $ 580.40 million in FY23, $670.58 million in FY24, $670.13 million in FY25, and $190.89 million in the first quarter of FY26.

Although China has granted duty-free access to 98 per cent of Bangladeshi products, the latter's export growth remained almost static primarily due to the factors like ongoing competitive market, and absence of diversified products and readiness to meet the demands of the Chinese market. According to experts, the growing trade imbalance indicates deeper structural issues in Bangladesh's industrial dependency on China.

Dr Masrur Reaz, Chairman of Policy Exchange Bangladesh, said the persistent imbalance reflects the structural dependence of Bangladesh's manufacturing sector on Chinese inputs."

"More than 30 to 35 per cent of our industrial raw materials and machineries come from China. This import dependency is unavoidable for now, but it puts pressure on our current account and creates supply chain concentration risks" he said.

"Bangladesh needs to diversify its sourcing and invest in local backward-linkage industries to reduce this vulnerability," he added.

The economist also noted that the sharp rise in imports from China, which crossed $20.88 billion in FY 22, was driven by large-scale post-pandemic industrial expansion, much of which relied heavily on Chinese capital machinery and intermediate goods.

Exporters, however, said Bangladesh's reliance on China remains unavoidable, driven by both competitive prices and the steady availability of essential raw materials.

Mahmud Hasan Khan, President of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), said Bangladesh relies on China not just because of lower and competitive prices, but also due to the assured availability of raw materials.

"At this moment, importing from China is not merely a choice-it's a necessity to keep our operations running smoothly," he noted.

The BGMEA leader said Bangladesh has room to expand its non-traditional and basic apparel lines, such as T-shirts, especially as China is scaling back its cotton imports from the United States.

"Many of today's non-traditional RMG items will become mainstream within the next decade," Khan added.

He also stressed the need for broader export diversification to lessen the country's trade gap with China.

"We should focus on expanding our export basket, including agricultural products like mangoes," he said.

sajibur@gmail.com

The Daily Star

1 8 NOV 2025

Hong Kong-China firms to invest $70.66m in Bepza EZ

STAR BUSINESS DESK

DJ Copper Co Ltd and GRX Technology (BD) Co Ltd, two companies owned by Hong Kong-China investors, will invest a combined $70.66 million to establish industrial factories at the Bepza economic zone in Mirsharai of Chattogram.

Under the agreement, DJ Copper will invest $50.66 million to manufacture a range of light engineering and copper-based products, including copper wire, copper sheets, copper hardware, cable lines, zipper teeth, brass wire, and electronic accessories such as switch plates and button logos.

The company plans to construct its own factory building on 21,600 square metres of allotted land, generating employment for 535 workers, reads a Bepza press statement.

GRX Technology will invest $20 million to produce garment accessories, including zippers, YG sliders, zinc alloy sliders, buttons, snap buttons, logos, and belt buckles. Its factory will be built on 14,400 square metres of land, creating 570 jobs.

The agreements were signed yesterday at the Bepza Complex in Dhaka by Md Ashraful Kabir, member (investment promotion) of the Bangladesh Export Processing Zones Authority (Bepza); Zhang Na, managing director of GRX Technology (BD) Co Ltd, and Zhang Junfeng, managing director of DJ Copper Co Ltd.

Maj Gen Mohammad Moazzem Hossain, Bepza's executive chairman, attended the ceremony as chief guest. He thanked the investors for selecting Bangladesh, particularly Bepza EZ, as their preferred investment destination, noting the zone's strong global reputation for providing a secure, business-friendly, and efficient investment environment.

He added that foreign investors, especially from China, continue to demonstrate high confidence in Bepza, reflecting the longstanding bilateral relationship and the authority's consistent service standards.

He also urged the companies to begin construction promptly, taking advantage of the current dry season, and assured them of Bepza's full cooperation and support in all investment-related matters.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Business Standard
18 NOV 2025

Foreign buyers reluctant to visit Bangladesh amid political uncertainty: Exporters

BUSINESS – DHAKA

TBS REPORT

Stability and a democratic government were essential to restore confidence among international buyers, they say

Foreign buyers are pulling back from travel to Bangladesh due to political uncertainty, exporters said yesterday, warning that order negotiations for upcoming seasons are already being disrupted, affecting purchase orders negatively.

"About 70% of foreign buyers have cancelled their travel plans," said Shovon Islam, managing director of Sparrow Group and former director of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), while speaking at a discussion at Uttara Club in Dhaka.

Business leaders from the ready-made garments, textiles, accessories and garment buying house sectors attended the event, organised under the theme "Business Crisis and the Way Forward".

Bangladesh Garment Buying House Association (BGBA) President Mofazzal Hosen Pabel also said overseas buyers were cancelling scheduled trips, leading to delays in discussions for new purchase orders.

Leaders at the event identified high bank interest rates, frequent policy shifts, fuel shortages, business security concerns and renewed incidents of arson as major obstacles facing the export sector.

They stressed that stability and a democratic government were essential to restore confidence among international buyers.

They said large buyers usually visit Bangladesh during this period to negotiate summer and fall holiday orders, but the current environment has disrupted that cycle.

Shovon Islam said the absence of buyer visits would hurt export flows in the coming months. "We see that our export forecast for the next three to four months is not favourable," he said.

BTMA head warns government of repercussions

Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) President Showkat Aziz Russell cautioned that those responsible for the current situation would face accountability in the future.

Referring to those in charge, he said, "When you leave, your actions will also be taken into account."

"Even the current advisers will be forced to face accountability," he added.

Business leaders seek ministerial rank, upper-house quota

During the discussion, Shovon Islam demanded that the president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) be given the rank of a minister.

In the same event, BGMEA President Mahmud Hasan Khan Babu urged political parties to include 10 business representatives in the upper house of parliament alongside members of parliament.

Speaking to The Business Standard after the event, he said, "The upper house should have 100 members, where political parties will nominate proportionate representatives. We will request political parties to include 10% business representatives in their lists – people who are not directly involved in politics."

"If this is done, they will be able to speak in parliament on behalf of the business community," he added.

The Business Standard
1 8 NOV 2025

2 Chinese firms to invest $71m for light engineering, garment accessories units at Bepza EZ

Md Ashraful Kabir, Zhang Junfeng and Zhang Na at the Bepza Complex, Dhaka, on 17 November, after signing agreements with DJ Copper and GRX Technology to establish new industrial projects at Bepza EZ. PHOTO: COURTESY

INVESTMENT - BANGLADESH

TBS REPORT

Bepza has signed land lease agreements with two fully foreign-owned companies to establish new industrial units at the Bepza Economic Zone (EZ).

The companies will invest $70.66 million in light engineering and garment accessories manufacturing, creating 1,105 jobs for Bangladeshi nationals and supporting the country's industrial diversification and economic growth.

The agreements were signed on 17 November at the Bepza Complex, Dhaka, between Bepza and DJ Copper Co, Ltd and GRX Technology (BD) Co Ltd.

Md Ashraful Kabir, member (investment promotion), signed on behalf of Bepza, while Zhang Na, MD of GRX Technology (BD, and Zhang Junfeng, MD of DJ Copper, signed for their respective companies. Bepza Executive Chairman Major General Mohammad Moazzem Hossain, witnessed the ceremony.

Under the agreement, DJ Copper , a Hong Kong–China-owned company, will invest $50.66 million to manufacture a wide range of light engineering and copper-based products, including copper wire, sheets, hardware, cable lines, zipper teeth, brass wire, and electronic accessories. The company will build its factory on 21,600 sqm of land and employ 535 Bangladeshi workers.

Meanwhile, GRX Technology (BD), also Hong Kong–China owned, will invest $20 million in garment accessories manufacturing, including zippers, YG sliders, zinc alloy sliders, buttons, snap buttons, logos, and belt buckles. Their factory will occupy 14,400 sqm and employ 570 Bangladeshi workers.

During the signing, the Executive Chairman thanked the investors for choosing Bangladesh—particularly the Bepza Economic Zone—as their preferred investment destination. He noted that Bepza has earned a strong global reputation for providing a secure, business-friendly, and efficient investment environment.

He added that foreign investors, especially from China, continue to have high confidence in Bepza due to the longstanding bilateral relationship and the authority's consistent service standards. The Executive Chairman encouraged the companies to start construction promptly, taking advantage of the current dry season, and assured them of Bepza's full cooperation in all investment-related matters.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো